দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

শুভংকরের ফাঁকি

● নামে অবৈতনিক শিক্ষা, বেতন দিতে হচ্ছে ৬০ ভাগ ছাত্রীকে

॥ নিজামুল হক ॥

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক এবং ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়ার নামে চলছে শুভংকরের ফাঁকি। বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেয়ায় মাত্র ৩০ থেকে ৪০ ভাগ ছাত্রী এ সুবিধা পাচ্ছে। ফলে মাধ্যমিকে ৭০ ভাগ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ৬০ ভাগ ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি দিতে হচ্ছে। একই সাথে তারা উপবৃত্তি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০০২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি চালু করা হয়। বিশ্বব্যাংক বা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে এ কর্মসূচি চলছে, তাই তাদের দেয়া শর্ত পালন করতে গিয়ে সব শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা।

মাধ্যমিক স্তরে অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি

মাধ্যমিক স্তরে ৬০ ভাগ ছাত্রী উপবৃত্তি পাচ্ছে না। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান থেকে ধার্য করা টিউশন ফি দিতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে এসএসসি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী রয়েছে ৫০ লাখ। এর মধ্যে তিনটি উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর ২০ থেকে ২২ লাখ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে। উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীদের বেতন দিতে হবে না মর্মে ঘোষণা থাকলেও স্কুলগুলো এসব ছাত্রীদের কাছ থেকে টিউশন ফি আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। শ্রেণীকক্ষে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি, ৪৫ শতাংশ নম্বর এবং এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার শর্ত দেয়ার ফলে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মেয়ে উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তাদের বিদ্যালয়ে টিউশন ফি দিতে হয়।

বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তির জন্য একটি নতুন নীতিমালা হয়েছে। নীতিমালায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া ৩০ ভাগ অতিদরিদ্র মেয়ে এবং ১০ ভাগ ছেলে উপবৃত্তি পাবে এবং এদের টিউশন ফি দিতে হবে না। অতিদরিদ্রদেরও নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যে সব শিক্ষার্থীর পিতা বা অভিভাবক ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক, বার্ষিক আয় ৩০ হাজার টাকার নিচে, (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শুভংকরের ফাঁকি (প্রথম পৃঃ পর)

দুস্থ, অসহায়, উপার্জনে অসমর্থ বিকলাঙ্গ, নদী ভাঙন কবলিত, বাস্তুহারা ও অসচ্ছল, নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী যেমন রিকশা চালক, দিনমজুর-তারাই উপবৃত্তি পাবে। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা এ বৃত্তির আওতায় পড়বে। এ নীতিমালার ফলে ৭০ ছাত্রী উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। কোন এলাকায় ৩০ শতাংশের বেশি অতিদরিদ্র থাকলেও তারা উপবৃত্তি পাবে না এবং স্কুল কর্তৃক ধার্যকৃত টিউশন ফি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে। ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্টের (এফএসএসপি) মাধ্যমে ৩০২টি, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) মাধ্যমে ৫৩টি এবং সেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে ১২১টি উপজেলায় উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে এফএসএসপি প্রকল্প সরকারি অর্থায়নে, এসইএসডিপি প্রকল্প এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং সেকায়েপ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে। এসইএসডিপি প্রকল্পে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১০ ভাগ ছেলে এবং ৩০ ভাগ ছাত্রী মেয়ে উপবৃত্তি পাচ্ছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এফএসএসপি প্রকল্পের আওতায় ৩০২টি উপজেলায় শুধু ৩০ ভাগ ছাত্রী উপবৃত্তি পাবে। বঞ্চিত হবে ৭০ ভাগ ছাত্রী। মাধ্যমিক স্তরে সরকারি অর্থায়নে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের পরিচালক আফজাল হোসেন বলেন, বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের সব ছাত্রীর শিক্ষা অবৈতনিক নয়। সব ছাত্রীর শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে-এমন লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করছে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি

২০০১ সালে পুনরায় বিএনপি সরকার গঠনের পর দাবি করে, মাধ্যমিক স্তরের সব ছাত্রীর শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সব মেয়ের শিক্ষা অবৈতনিক এবং উপবৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। ২০০২ সালে চালু হয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি প্রকল্প। শর্ত হিসাবে বলা হয়, জিপিএ ২ দশমিক ৫ প্রাপ্ত এবং শ্রেণী কক্ষে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি থাকলে উপবৃত্তি পাওয়া যাবে। এসব শর্ত পূরণ করতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ব্যর্থ হওয়ায় তারা উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৪০ ভাগ ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে এবং একই সঙ্গে তাদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্পের পরিচালক আবুল হোসেন বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে না। সব ছাত্রীর শিক্ষা ও অবৈতনিক নয়।

মাধ্যমিকের উপবৃত্তি ৬ মহানগরীতে নেই

দেশের ৪৭৬টি উপজেলায় ৩০ ভাগ উপবৃত্তি দেয়া হলেও মহানগরী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উপবৃত্তির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এ কারণে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের কয়েক লাখ দরিদ্র শিক্ষার্থী উপবৃত্তির পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব শিক্ষার্থীর কেউ প্রাথমিক বা কেউ মাধ্যমিক স্তর শেষ করার পূর্বেই ঝরে পড়ছে।

উপবৃত্তি গ্রহণে রাজধানীর কলেজগুলোর অনীহা

মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তি ছয় মহানগরীতে না থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তি চলছে ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে। উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সঙ্গে কলেজগুলোকে চুক্তি করতে হয়। চুক্তিতে উল্লেখ থাকে, উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীর নিকট থেকে কোন টিউশনি ফি আদায় করা যাবে না। এ লক্ষ্যে প্রতি ছাত্রীর বিপরীতে সরকার সংশ্লিষ্ট কলেজকে টিউশন ফি পরিশোধ করে ৫০ টাকা। কিন্তু রাজধানীর কলেজগুলো শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত টিউশন ফি আদায় করে। উপবৃত্তি গ্রহণ করলে অতিরিক্ত ফি আদায় করতে পারবে না, এ কারণে উপবৃত্তি গ্রহণে রাজধানীর কলেজ কর্তৃপক্ষের অনীহা থাকে।

স্নাতক পর্যন্ত সব ছাত্রীর শিক্ষা অবৈতনিক করার উদ্যোগ

বর্তমানে সব ছাত্রীর শিক্ষা অবৈতনিক করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইশতেহারে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করার ঘোষণা দিয়েছেন। শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান ইত্তেফাককে বলেন, সরকার মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত সব ছাত্রীর শিক্ষা অবৈতনিক করার যে ঘোষণা দিয়েছে তা বাস্তবায়নে প্রক্রিয়া চলছে। এ লক্ষ্যে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সব ছাত্রীর শিক্ষা অবৈতনিক করতে কত টাকা প্রয়োজন তা হিসাব করা হচ্ছে।